বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৩-২০২৪

“সমবায়ে গড়ব দেশ
বৈষম্যহীন বাংলাদেশ ”

উপজেলা সমবায় কার্যালয়
বদলগাছী, নওগাঁ।

উপজেলা সমবায় কার্যালয়
বদলগাছী, নওগাঁ।

''সমবায়ে গড়ব দেশ
বৈষম্যহীন বাংলাদেশ''

বাণী

বাঙ্গালী জাতির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শত বছরের অধিক সময় ধরে "সমবায়"বিভাগটি গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশের সংবিধানে সমবায়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে মালিকানার তিনটি খাতের অন্যতম খাত হিসেবে "সমবায়কে" উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান । শতকরা ৮০% মানুষ কৃষির উপর নির্রশীল। এ দেশে কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীন অর্থনীতির চাকা সচল করার লক্ষ্যে ১৯০৪ খ্রিঃ সালে সমবায় আন্দোলনের সুচনা হয়। বর্তমানে মৎস্য চাষ, পোলট্রি, দুগ্ধ উৎপাদন, আবাসন, ঋণ ও সেবা খাতের মত অন্যান্য অর্থনৈতিক সেক্টরে সমবায়ের কাযক্রম বিস্তার লাভ করেছে। বাংলাদেশে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং কমিউনিটি ভিত্তিক কাযক্রমে সমবায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই সমবায় আন্দোলনকে আরো বেগবান করতে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ।

দূযোগ ব্যবস্থাপনা,পরিবেশ বিপযয় প্রতিরোধ, দারিদ্র্য বিমোচন এবং খাদ্য নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টিতে অন্যতম এবং সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি হচ্ছে সমবায়ী উদ্যোগ। আর সেই জন্য প্রয়োজন সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশের জন্য,দশের জন্য সমবায় প্রতিষ্ঠ করা । ''সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে মোরা পরের তরে"। সমবায় আন্দোলনকে এগিয়ে সামনে নিয়ে যাওয়াই আমাদের সকলের একান্ত দায়িত্ব।

(মোঃ বাসুদেব চন্দ্র দাস)
উপজেলা সমবায় অফিসার
বদলগাছী ,নওগাঁ।

“সমবায়ে গড়ব দেশ, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ ”

প্রারম্ভিকঃ ‘সমবায় সমিতি হচ্ছে সদস্যদের জন্য, সদস্যদের দ্বারা এবং সদস্যদের কল্যানে পরিচালিত সংগঠন। বাংলার কৃষকদেরকে সুদখোর মহাজনদের শোষন থেকে বাঁচানোর মহৎ উদ্দেশ্যে এ উপমহাদেশে ১৯০৪খ্রিঃ সালে সমবায় আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। বিভিন্ন চড়াই উৎরায় পেরিয়ে সময়ের প্রেক্ষাপটে কৃষির পাশাপাশি ক্ষুদ্র ব্যবসা, পরিবহন,পযটন,কুঠির শিল্প,আবাসন,মৎস্য,দুগ্ধ,সঞ্চয়-ঋণদান,সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন.পানি ব্যবস্থাপনা,তাঁত শিল্প ইত্যাদি শ্রেণীর বিভিন্ন খাতে সমবায় পদ্ধতির বিস্তার ঘটেছে। এ সুদীর্ঘ পথপরিক্রমার ইতিহাস থেকেই জানা যায় -সমবায় পদ্ধতির গ্রহনযোগ্যতা রয়েছে এবং ভবিষ্যতে তা আরো বৃদ্ধি হতে থাকবে। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩ (খ) অনুচ্ছেদে সমবায়কে সদস্যদের মালিকানার ২য়ঃ খাত হিসেবে অন্তর্ভক্ত করেছেন।

বদলগাছী উপজেলা সমবায় সমিতির তথ্য সংক্রান্ত সার সংক্ষেপঃ

সমবায় সমিতির সংখ্যা	সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা	শেয়ার মূলধনের পরিমান	সঞ্চয় আমানতের পরিমান	কাযকরী মূলধন
১১৭ টি	১৩,৯৮২ জন	৯৯,৮৬,০০০/-	৩,০২৯,৭৬,০০০/-	৯,০৯২,৬৯,০০০/-

আধুনিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় অতিপরিচিত এবং পরীক্ষিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নাম হলো সমবায়। ”দশের লাঠি, একের বোঝা”, “দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ” কিংবা “বিন্দু থেকে সিন্ধু” প্রভৃতি বহুল প্রচলিত প্রবাদ বাক্যকে পুঁজি ক’রে বিত্তহীন ও স্বল্পবিত্তের মানুষের সংঘবদ্ধ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উত্তোরনের স্বপ্ন পুরুনের উদ্দেশ্যে গড়ে উঠে সমবায় আন্দোলন। সুচনালগ্ন থেকে আজ পযন্ত নানা প্রতিবন্ধকতার পথ পাড়ি দিতে হয়েছে সমবায় আন্দোলনকে । বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় আন্দোলনের ভুমিকা অনস্বীকার্য।

‘‘সমবায় শক্তি, সমবায় ই মুক্তি’’

শোষন-বঞ্চনা, দুঃখ, কষ্ট, অভাব-দারিদ্রতা, প্রতিকুলতাকে মোকাবেলা করার জন্যই সমবায় পদ্ধতির উদ্ভব। সমবায় যেমন সবার সহায়, তেমনি সমবায়ের মহিমায় সব কাজেই জয় হয়। মানুষ যখনই বিপদে পড়েছে, ঠিক তখনই সমষ্টিগতভাবে সমবায় পদ্ধতিকে ব্যবহার করে আলোকিত জীবনের সন্ধান পেয়েছে। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই মানুষ যে কোন প্রতিকুলতা কাটিয়ে উঠার জন্য সমভাবে দায় দায়িত্ব,সুফল,কুফল বহন ও ভোগের জন্য এগিয়ে এসেছে। ‘সৃষ্টি থেকে মৃত্যু’ এর সকল পর্যায়ে একে অপরের সহযোগিতা সহমর্মিতা ছাড়া ভাল কিছু তৈরি হয়নি । নামে হোক আর বেনামে হোক প্রতিটি পর্যায়ে সমবায় আদর্শের চর্চা হয়েছে। এককথায় সমবায় পদ্ধতি বা আদর্শের কোন ব্যর্থতা নেই। সমবায়কে যারা মনে প্রানে গ্রহণ করেছে তাদের সফলতা শতভাগ। আমরা ব্যর্থতার যে চিত্র সামনে আনি তা সমবায়ের ব্যর্থতা নয়, ব্যর্থতা তাদের যারা সমবায়কে ব্যাক্তি স্বার্থে ব্যবহার এবং পরিচালনা করছে।

দেশের দরিদ্র- আশাহত-সুবিধা বঞ্চিত মানুষকে জীবন মানের উন্নয়নে সংগঠিত করে বা সংগঠিত জনগোষ্ঠীকে সমবায়ের সুমহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে এগিয়ে যাবার রসদ যুগিয়ে থাকে সমবায় বিভাগ। এই বিভাগ লক্ষ কোটি মানুয়ের যাপিত জীবন যাত্রার স্বাচ্ছন্দ্যের সুবাতাস বইয়ে দিতে উপজেলা থেকে রাজধানী পর্যায় প্রশাসনিক কাঠামো নিয়ে চলমান রয়েছে।

এর মধ্যে কোন বিতর্ক নেই। কিন্তু এই চলমানতায় নিষ্ঠা আন্তরিকতায় সাধারণ মানুষ, যারা সমবায়ের পতাকাতলে এসেছে তারা কি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ধারায় আসতে পেরেছে? এর উত্তর আমাদেরকে খুব একটা আশান্বিত করে না। আমরা যুগ যুগ ধরে দেখে আসছি সমবায় পদ্ধতিকে মানুষ মনে প্রানেই গ্রহণ করে। এর স্বাভাবিক ধারায় অর্থনৈতিক ভাবে সাবলম্বি হতে সমবায় সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ। প্রথম দিকে উচ্ছাস আর স্বপ্নের ঝিলিক চোখে মুখে । এটাকে বাস্তবে রুপদানের জন্য এবং আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্টা করতে সমবায় বিভাগ থেকে নিবন্ধন গ্রহণ করা হয়। নিবন্ধন প্রদানে সমবায় সমিতির শ্রেণীটা খুব ভালো করে দেখা হলেও সমিতির পরবর্তী কার্যক্রমরে রুপরেখা কী হতে পারে সেটা খুব একটা পর্যালোচনা করা হয় না। তাছাড়া গঠিত সমবায় সমিতি যে উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছে সেই উদেশ্য-লক্ষ্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ঠিকঠিক কাজ করছে কিনা তা পর্যাবেক্ষণ ব্যবস্থা খুবই দূর্বল। এই দূর্বলতায় নিবন্ধিত সমিতিটি সমবায় আদর্শের বাইরে পূঁজিবাদী ধারায় চলমান থাকতে সচেষ্ঠ হয়। এখানে সমিতির সাধারণ সদস্যগণ সমিতি টিকিয়ে রাখতে সংখ্যাগত শর্ত পূরনে সংযুক্ত থাকেন।এই সমিতিগুলোর ক্ষেত্রে সেটা যায় তাহলো–

চড়াসুদে ঋণ ব্যবসা এবং কার্যকরী কমিটির সদস্যগণ এটা পরিচালনা করেন। সাধারণ সদস্য যেন ঋণ নেয়ার জন্য আর আমানত জমা দেবার জন্য। প্রকল্প ভিত্তিক কর্মসূচীর আওতায় গঠিত সমবায় সমিতি ব্যতীত অধিকাংশ সমিতি এই ধারায় বাইরে কাজ করে না। সমবায় বিভাগও পরবর্তীতে উন্নয়ন প্যাকেজ নিয়ে সামনে আসে না কিংবা সমিতির কার্যক্রমে ভুল-ত্রুটি বা অসৎ কর্মকান্ডের দেখভাল করা হয় না। যেটা করে সেটা হলো পরামর্শ’ শুধু পরামর্শকের ভূমিকায় থেকে একটি সমবায় সমিতির খুব একটা উজ্জলতা বাড়ানো যায় না।

আমরা এই অবস্থা থেকে বেড়িয়ে আসতে সমবায় সমিতি গঠনও নিবন্ধনের পূর্বেই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সমিতির সদস্য হিসেবে যারা অন্তর্ভক্ত হবেন বা ঐ এলাকায় যারা সদস্য হবার যোগ্য তাদের সাথে মতবিনিময়ে সমবায় পদ্ধতি,আদর্শিক,চর্চা,সমবায় প্রচেষ্ঠায় মহিমা,সদস্যপদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা,মূলধন গঠন,উন্নয়ন পরিকল্পনা ,সামাজিক অবস্থা,দূর্যোগ মোকাবেলায় প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দিতে হবে। সমবায়ীগণ সমবায়ের নীতিমালা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে এবং সমিতিতে তাদের আশা-আকাঙ্খার কেন্দ্র হিসেবে দেখতে পারলে এই সমবায় টেকসই হবে। আমার বিশ্বাস সমবায় সমিতি সঠিকপথে থাকলে সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্মচারীগণ আন্তরিকভাবে সহয়োগিতা করেন।

পাশাপাশি আমাদের মনে রাখতে হবে যে সাধারণ মানুষ তথা সমবায়ীদের সন্তুষ্টি অর্জনই সমবায় পদ্ধতির মূলকথা। সমবায়ীদের মুখে হাসি ফুটলেই বুঝতে হবে সমবায় সঠিক ধারায় আছে। একটি সমবায় সমিতির সদস্য হবার পরও যদি সেই সদস্য কোন ব্যক্তি,মহাজন বা অন্যকোন প্রতিষ্ঠানের মুখাপ্রেক্ষি হয়,তাহলে বুঝতে হবে সমবায় ঠিক সমবায়ের জায়গায় নেই। সমবায় বিভাগও এর দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না। একটি সমবায় সমিতি নিবন্ধন হবার পর সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা,তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কোন সমস্যা হচ্ছে কিনা, সাধারণ সদস্যদের স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে কিনা,অনিয়ম-দূর্নীতির মাধ্যমে সদস্যদের আমানত লুন্ঠিত হচ্ছে কিনা,আত্নীয়-স্বজন-পরিবার নির্ভরতায় সমিতি চলছে কিনা ইত্যাদি বিষয় দেখার দায়িত্ব সমবায় বিভাগের। সমবায় বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ শুধু সমিতির কর্তৃপক্ষ আমন্ত্রন জানালে কিংবা নিজেদের প্রচেষ্ঠায় উন্নত সমিতির কার্যক্রম পরিদর্শন করার জন্য উপস্থিত হবেন না.বরং সম্ভাবনাময় ও দিক নির্দেশনাহীন সমিতির জন্য উদ্ভাবনী প্যাকেজ নিয়ে উপস্থিত থাকবেন। সভা অনুষ্ঠানে যোগদান করে সাধারণ সদস্যদের কাছে সমিতিটির বাহ্যিক গুরুত্ব বাড়ানোর কাজ করবেন না,বরং তার উপস্থিতি যেন সমিতির আশার আলো দেখতে পায় এবং সঠিক দিক নির্দেশনা পেয়ে ধন্য হয়।

একটি সমবায় সমিতি যেভাবেই চলুক না কেন সদস্যদের স্বার্থ যেখানে সবচেয়ে বেশী রক্ষিত হয় এবং ব্যাক্তি স্বার্থের বাইরে সামগ্রিক স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া হয় সেই সমিতিটিকেই আমরা ভালো বলবো। সদস্যদের স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দই হবে মূল কথা । সদস্যদের প্রলুব্ধ করে রঙ্গিন স্বপ্নে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। আর্থিক সমৃদ্ধি ও জীবন মানের উন্নতি ঘটাতে হবে। শুধু আমানত গ্রহণ ও কিছু সুদ দেয়া,ঋণ দেয়া ও সুদসহ আদায়ের প্রক্রিয়ার মধ্যে কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। সদস্যদের আহার,বাসস্থান,শিক্ষা,চিকিৎসা ও সাংস্কৃতিক চর্চার পূর্নাঙ্গ বিচরনের ক্ষেত্র পরিনত করতে হবে। জীবন জীবিকার মধ্যে মানুষ নানা কর্মে যুক্ত হয়। সমবায়ে যুক্ত হলে সেটিও যেন হয়ে ওঠে ভালোবাসা ও ভালোলাগার কর্ম। সমবায়ীদের সন্তুষ্টি ও আস্থার পরিবেশ সৃষ্টিতে সমিতির কার্যকরী কমিটি ও সমবায় বিভাগ নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করবে। নিবন্ধনের পর সমিতিটি যেন হয়ে উঠে উন্নত জীবন ও এলাকার আশা আকাঙ্খার প্রতীক। যে কোন দূর্যোগ-মহামারীতেও সমবায় সমিতিগুলো মাথা উঁচু করে মোকাবেলা করে টিকে থাকতে পারবে। এর জন্য প্রথম থেকেই সমবায়ের আদর্শিক চর্চা বহমান রাখতে হবে। কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সমবায় সমিতিটি হবে ব্রান্ডিং।

আমাদের নজরে বাংলাদেশ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার সমবায় সমিতি রয়েছে। এর মধ্যে বহু পরিচ্ছন্ন ও আশা জাগানিয়া সমিতির দেখা পাই। এই সমিতি গুলোই সমবায়ের প্রতিনিধিত্ব করে। সমবায় বিভাগের উজ্বলতা এই সমিতি গুলোই ছড়ায়। যেমন দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ লিঃ(কালব) এর আওতাধীন কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন গুলো সমবায় অঙ্গনে আস্থা,সৌন্দর্য্য ও সমবায়ীদের সন্তুষ্ঠির প্রতীক হয়ে উঠেছে। সঞ্চয় ও ঋনদানের পাশাপাশি সদস্যদের মৌলিক চাহিদা পূরণে ক্রেডিট ইউনিয়ন গুলো গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে চলছে। এদের মধ্যে সম্প্রীতি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ নেতৃস্থানীয় এবং সমবায়ের ভাবধারা রক্ষায় অনন্য ভুমিকা পালন করে চলছে। গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুসরন,সামাজিক ও জাতীয় আচার অনুষ্ঠান রেকর্ড ও হিসাবাদি সংরক্ষন/প্রস্তুতকরণ,প্রচার-প্রকাশনা প্রভৃতির মাধ্যমে অনুসরনীয় ভুমিকা পালন করছে।

সমবায় বিভাগের একজন কর্মকর্তা হিসেবে প্রায় ‘দুই যুগ’ ধরে বিভিন্ন জেলায় ক্রেডিট ইউনিয়ন গুলো এবং সম্প্রীতিতে লেখালেখির সাথে যুক্ত থেকে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছি। সম্প্রীতির যে সুবাতাস অনুভব করেছি তাতে একটা ধারণা দেখা যায়,তাহলো সম্প্রীতি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন অন্যান্য সকল শ্রেণী পেশার সমবায় সমিতি গুলোর জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠতে পারে। সম্প্রীতির আলোয় আলোকিত হোক সবাই।

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, বদলগাছী, নওগাঁ কর্তৃক নাগরিক সেবাসমূহঃ

ক্রমিক নং	সেবা সমূহের তালিকা
০১	সমবায় সমিতি অডিট সম্পাদন
০২	সমবায় সমিতি পরিদর্শন
০৩	সমবায় সমিতি মনিটিরিং
০৪	সমবায় সমিতি নির্বাচন/ অন্তবর্তী কমিটি গঠন
০৫	সমবায় সমিতি বার্ষিক সাধারন সভা সহায়তা
০৬	সমবায় সমিতি নিবন্ধন
০৭	সরকারী রাজস্ব আদায় ও জমা প্রদান
০৮	ভ্রম্যমান/আইজিএ প্রশিক্ষণ প্রদান
০৯	আশ্রয়ন/ আশ্রয়ন ফেইজ ২ প্রকল্পে বসবাসরত সদস্যদের মাঝে ঋণ বিতরন

সমবায় সমিতির সংখ্যাঃ

প্রাথমিক সমবায় সমিতির সংখ্যাঃ ১১৫ টি
কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির সংখ্যাঃ ০২ টি
মোট= ১১৭ টি

বিআরডিবি ভুক্ত/ কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি

ক্র. নং	সমিতির নাম
১	বদলগাছী ইউসিসিএ
২	বদলগাছী ইউবিসিএলিঃ

বদলগাছী উপজেলার সমবায় সমিতির ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে অডিট ফি ও সিডিএফ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানকারী সমিতির সংখ্যা

কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	মোট সমিতি সংখ্যা	সদস্য	নিট লাভ	অডিট ফি	সিডিএফ	লভ্যাংশ বণ্টন	স্বকর্মসংস্থান/ উদ্যোক্তা সৃজন
২	৬৭	৬৯	৬৮৪২	৬৫০৮৪২	৪৫,৫০০	১৯,৫২৭	১৩,৮৪,০০০	১৭৮

বদলগাছী উপজেলার সমবায় কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনার/ সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রশিক্ষণের ধরন	প্রশিক্ষণার্থীর ধরন	কোর্স সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা		
			পুরুষ		
১	২	৩	৪	১	২
ভ্রাম্যমাণ	সমবায়ী	১	১৭	ভ্রাম্যমাণ	সমবায়ী
আইজিএ	সমবায়ী	১	-	আইজিএ	সমবায়ী

আশ্রয়ন প্রকল্প তথ্যঃ

অত্র উপজেলা মোট ০৬ টি আশ্রয়ন প্রকল্প রয়েছে। প্রকল্প সমূহ ০১। নহেলা কাষ্টগাড়ী আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, ০২। কিশামত পাঁচঘরিয়া আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, ০৩। পূর্ব বনগ্রাম আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, ০৪। মাহমুদবিলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, ০৫। চকরামানাথ আশ্রয়ণ ফেইজ-২ প্রকল্প, ০৬। নহেলা কাষ্টগাড়ী আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প (সম্প্রসারিত)। আশ্রয়ণ প্রকল্পগুলোর মধ্যে ০২ (দুই) টি প্রকল্পের মাঝে ঋণ বিতরন কার্যক্রম চালমান রয়েছে।

আশ্রয়ন প্রকল্পে ঋণ বিতরন সংক্রান্তঃ

অদ্য ১০/০৯/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে নহেলা কাষ্টগাড়ী আশ্রয়ন-২ প্রকল্পে ১৬ জন সদস্যদের মাঝে জন প্রতি ৩৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা ৭% হার সুদে সর্বমোট ৫,৬০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা ঋণের চেক বিতরন করা হয়।

আশ্রয়ণ প্রকল্পঃ

প্রকল্পের নাম	সরকার হতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ	উপকারভোগীদের মাঝে প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ	উপকারভোগীর সংখ্যা	আদায়ের হার (%)
আশ্রয়ণ	১,০৯,৮০,০০০	২০,২৬,০০০	৪৫	৭৪%

উপকারভোগী সদস্যগনঃ

উক্ত ঋণের টাকা ব্যবহার করে তারা মৎস্যচাষ, গোবাদী পশু পালন, শাক সবজী উৎপাদন, হাঁস মুরগী পালন এবং কুটির শিল্প উৎপাদন ও বাজারজাত করনের মাধ্যমে নিজেরা নিজে সাবলম্বী হয়েছে।

ছবিঃ নহেলা কাষ্টগাড়ী আশ্রয়ণ-২ সমবায় সমিতি লিঃ এর ঋণ বিতরন।

ধন্যবাদ